দৈনিক সংবাদ

APR. 5 1999

তারিখ ... APR. 5 1999 ...
পৃঃ ৪ কলাম ২

H1

একেই বলে শিক্ষিকা!

খবরটি শুধুমাত্র চাঞ্চল্যকরই নয়, রীতিমতো আতঙ্কজনকও। সর্বত্র আমাদের মূল্যবোধে যে ধস নেমেছে তারও একটি নির্দেশক এ খবর। আর এ খবরটি হলো ধানমন্ডির একটি নামি ইংলিশ স্কুলের এক শিক্ষিকা তার বাসায় ছাত্রদের পড়ানোর নাম করে ফেনসিডিলে আসক্ত করে ফেলছে। এতে তার প্রাইভেট কোচিং রমরমা হয়ে উঠেছে। কারণ ফেনসিডিল আসক্ত ছাত্ররা তার বাসায় প্রাইভেট কোচিংয়ের নামে দিনের পর দিন ভিড় জমাচ্ছে।

গুটিকয়েক অভিভাবকের নজরে পড়ে বিষয়টি। তারা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিযোগ করেন। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং প্রধান শিক্ষক উক্ত শিক্ষিকাসহ ৫ ছাত্রকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করেন। খবরটি দিয়েছে গত শনিবার একটি সহযোগী দৈনিক। উল্লেখ্য, বহিষ্কৃত এ শিক্ষিকা দীর্ঘদিন ধরেই এ জঘন্য অপরাধ চালিয়ে আসছিল।

আমরা আরো অবাক হচ্ছি যতটা না অপরাধের চরিত্রটির জন্য, তার চেয়ে বেশি স্কুল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে। শুধু ওই শিক্ষিকাসহ ৫ ছাত্রকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করাই কি যথেষ্ট? এতে করে কি উক্ত শিক্ষিকার প্রাইভেট কোচিংয়ের নামে রমরমা ব্যবসা পদ্ধতি বন্ধ হওয়ার কোন নিশ্চয়তা থাকবে? আর বন্ধ হলেই কি যথেষ্ট? আমরা বলব, এই শিক্ষিকার নাম প্রকাশ করা হোক এবং তাকে গ্রেফতার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হোক। শুধু তাই নয়, প্রাইভেট কোচিংয়ের নামে যে জমজমাট ব্যবসা দেশব্যাপী চলছে সেখানে আরও কোথাও ছাত্রছাত্রীদের মাদকাসক্ত করে আকৃষ্ট করার পদ্ধতি চলছে কিনা তা আমরা এ মুহূর্তে জরুরি ভিত্তিতে খোঁজখবর নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন রাখছি। কারণ এ ধরনের জঘন্য ঘটনার যখন একটা সূত্রপাতের সন্ধান পাওয়া গেছে তা যে শুধু একটি ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ তা ধরে নেয়াটা ঠিক হবে না।

পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা আশা করছি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তলিয়ে দেখবেন এবং অপরাধী শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তারপরেও আমাদের উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসার শেষ নেই। আমাদের জাতীয় বিবেক আজ কোথায় গেছে! মোমবাতির মিছিল করে আমরা জাতির বিবেককে অন্ধকারমুক্ত করে জাগ্রত করি ২৫শে মার্চের জাতি হত্যার বিরুদ্ধে। কিন্তু নকল উৎসবের মধ্য দিয়ে জাতিকে যে হত্যা করা হচ্ছে তার উত্তর কি? সেখানে আমরা কি এতটাই অসহায়? আর শিক্ষিকা কর্তৃক ছাত্রদের মাদকাসক্ত করে কোচিং ব্যবসা প্রসারিত করার উদাহরণ একটি হলেও একে ছোট করে দেখার কোন উপায় নেই বলে আমরা মনে করি। পত্রিকাতেই প্রকাশ ঢাকা নিউমার্কেটের আশপাশেই বেশ কয়েকটি আস্তানা গড়ে উঠেছে যেখানে ছাত্রদের ফেনসিডিল খাইয়ে ভিডিও গেমস খেলায় আকৃষ্ট করা হচ্ছে। প্রথম প্রথম বিনামূল্যে ফেনসিডিল খাওয়ানো হয়। ছাত্ররা লেইজার পিরিয়ডে সেখানে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ জানেন কি? এমনকি ঢাকার বাইরে শিক্ষকরা যে প্রাইভেট কোচিং ব্যবসা করছেন, সেখানেও নাকি কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের নানা ধরনের প্রলোভন এবং কখনো কখনো ভয়-ভীতি দেখানোর প্রক্রিয়া চালু আছে প্রচ্ছন্নে। অভিভাবকরা প্রায়ই এ সম্পর্কে অভিযোগ করছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি। আমরা জানি না, শিক্ষাজগতের অপ্রকাশিত এ দারুণ অন্ধকার থেকে আমরা কিভাবে বের হয়ে আসব। কাজেই শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এ সম্পর্কে একটু সজাগ হতে বলছি।